



36902 - দোয়া করার কিছু আদব-কায়দা

প্রশ্ন

দোয়া করার আদবসমূহ ক'কি? এর পদ্ধতি ক'কি? এর ওয়াজবি ও সুন্নতসমূহ ক'কি? দোয়া ক'ভাবে শুরু করতে হয় ও ক'ভাবে শেষে করতে হয়? আখরোতেরে বসিয়াবলরি আগে দুনিয়াবী বসিয়ে দোয়া করা যায় ক'কি? দোয়া করার সময় হাত তোলার শুদ্ধতা ক'কি; শুদ্ধ হলে এর পদ্ধতি ক'কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নশিচয় আল্লাহ তাঁর কাছে চাওয়াটা ও সবক'ছি তাঁর থেকে প্রত্যাশা করাটা পছন্দ করেনে। য'ব্যক্তি তাঁর কাছে চায় না তিনি তার ওপর রাগ করেনে। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেনে। তিনি বলেন: “আর তোমাদেরে রব বলছেনে, “তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদেরে ডাকে সাড়া দবি”[সূরা গাফরি, আয়াত: ৬০]

ইসলামে রয়েছে দোয়ার মহান মর্যাদা। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কথাও বলছেনে: “দোয়া-ই ইবাদত”[সুনাতে তরিমযি (৩৩৭২), সুনাতে আবু দাউদ (১৪৭৯), সুনাতে ইবনে মাজাহ (৩৮২৮), আলবানী ‘সহিহুত তরিমযি’ গ্রন্থে (২৫৯০) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেনে]

আল্লাহই ভাল জানেনে।

দুই:

দোয়ার আদবসমূহ:

১। দোয়াকারীকে আল্লাহর রুবুবিয়ত, উলুহুয়িত ও আসমা-সফিতরে প্রতি একত্ববাদী হতে হ'বে। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক দোয়া ক'বুল করার শর্ত হ'ছে- বান্দা কর্তৃক আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ন'কে কাজ করা ও গুনাহ পরিত্যাগ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসে করে, (তখন বলে দনি য'ব্যক্তি) নশিচয় আমি অতী নকিটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দই।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৬]



২। একনর্ষিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: আর “তাদেরকে কেবল এ নর্ষিষ্ঠেই প্রদান করা হয়েছিল যবে, তারা যবে আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনর্ষিষ্ঠ করে।”[সূরা বাইয়্যনো, আয়াত: ০৫] দোয়া হচ্ছে- ইবাদত; যমেনট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন। তাই ইখলাস দোয়া কবুলরে শরত।

৩। আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলী দিয়ে তাঁকে ডাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সসেব নামেই ডাক; আর যারা তাঁর নাম বর্কিত করে তাদেরকে বর্জন কর।”[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৮০]

৪। দোয়া করার পূর্বে আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করা। সুনানে তরিমযিতি (৩৪৭৬) ফাযালা বনি উবায়দ রাদয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপবর্ষিট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নামায আদায় করল, এরপর দু’আ করল: ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও, তুমি আমাকে রহম কর’। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে নামাযী! তুমি বশে তাড়াহুড়া করে ফেললে। তুমি নামায আদায় করে যখন বসবে তখন আগে আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করবে, আমার ওপর দরুদ পড়বে। এরপর আল্লাহর কাছে দু’আ করবে।” অপর এক রওয়ায়তে এসছে (৩৪৭৭) “যখন তোমাদের কটে নামায শেষ করবে তখন আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি শুরু করবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়বে। অতঃপর যা ইচ্ছা দোয়া করবে” বর্ণনাকারী বলেন: এরপর অপর এক লোক নামায আদায় করল। সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়ল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “ওহে নামাযী! দোয়া কর, আল্লাহ তোমার দোয়া কবুল করবেন”[আলবানী সহিহু তরিমযি গ্রন্থে (২৭৬৫), (২৭৬৭) হাদসিটকি সহিহ আখ্যায়তি করছেন]

৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ না পড়া পর্যন্ত যে কোন দোয়া আটকে থাকে”[আল-মুজাম আল-আওসাত (১/২২০), আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৪৩৯৯) হাদসিটকি সহিহ আখ্যায়তি করছেন]

৬। কবিলামুখী হয়ে দোয়া করা। সহিহ মুসলমি (১৭৬৩) উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: বদর যুদ্ধে দিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরকিদরে দকি তাকালনে; তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আর তাঁর সাথীবর্গরে সংখ্যা ছিল তনিশত উনশি। তখন তিনি কবিলামুখী হয়ে হাত প্রসারতি করলেন, তারপর তাঁর রবকে ডাকতে শুরু করলেন: ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন সেটো বাস্তবায়ন করে দিনি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে প্রতশ্বিরুতি দিয়েছেন সেটো দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি যদি মুসলমানদের এ দলটকি ধ্বংস করে দেন তাহলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত হবে না’। এভাবে দুই হাত প্রসারতি করে কবিলামুখী হয়ে তাঁর রবকে ডাকতে থাকলেন; এমনকি এক পর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদরটি পড়ে গলে...।



ইমাম নববী (রহঃ) ‘শারহু মুসলমি’ গ্রন্থে বলেন: এ হাদিসে দোয়াকালে কবিলামুখী হওয়া ও দুই হাত তুলে দোয়া করা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে।

৭। দুই হাত তোলো। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (১৪৮৮) সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নশিচয় আপনাদের সুমহান রব হচ্চেনে লজ্জাশীল ও মহান দাতা। বান্দা যখন তাঁর কাছে দু’হাত তুলে তখন তিনি সৈ হাতদ্বয় শূন্য ফরিয়ৈ দতিে লজ্জাবোধ করেনে।”[সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে (১৩২০) আলবানী হাদিসটিকিে সহহি আখ্যায়তি করছেন]

হাতেরে তালু থাকবে আকাশেরে দকি়ে; যভেবে একজন নতজানু দরদির সাহায্যপ্রার্থী কছি পাওয়ার আশায় হাত পাততে। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (১৪৮৬) মালকে বনি ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “যখন তোমরা আল্লাহর কাছে কোনে কছি চাইবে তখন হাতেরে তালু দিয়ে চাইবে; হাতেরে পঠি দিয়ে নয়”[আলবানী সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে (১৩১৮) হাদিসটিকিে সহহি আখ্যায়তি করছেন]

হাত তোলার সময় দুই হাত ক’মলিয়ৈ রাখবে; না ক’ দুই হাতেরে মাঝে ফাঁক রাখবে?

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) তাঁর ‘আল-শারহুল মুমত’ গ্রন্থে (৪/২৫) উল্লেখ করছেন যে, হাত দুইটি মলিয়ৈ রাখবে। তাঁর ভাষায়: “দুই হাতেরে মাঝখানে ফাঁক রাখা ও এক হাত থেকে অন্য হাত দূরে রাখা সম্পর্কে আমিকোন দললি পাইনি; না হাদসিে; আর না আলমেগণেরে বাণীতে।” [সমাপ্ত]

৮। আল্লাহর প্রতি এ একীন রাখা যে, আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এবং মনোযোগ দিয়ে দোয়া করা। দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “তোমরা দোয়া কবুল হওয়ার একীন নিয়ে দোয়া কর। জনে রাখ, আল্লাহ তাআলা অবহলোকারী ও অমনোযোগী অন্তরেরে দোয়া কবুল করেনে না।”[সুনানে তরিমযি (৩৪৭৯), শাইখ আলবানী ‘সহহিত তরিমযি’ গ্রন্থে (২৭৬৬) হাদিসটিকিে ‘হাসান’ বলছেন]

৯। বারবার চাওয়া। বান্দা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখরোতেরে কল্যাণকর যা ইচ্ছা তা চাইবে, কাকুত-মিনতি করবে, তবে দোয়ার ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া করবে না। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোনে পাপ নিয়ে কথিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দোয়া করে। বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞাসে করা হল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাড়াহুড়া বলতে কী বুঝাচ্ছনে? তিনি বললনে: বলে যে, আমি দোয়া করছি, আমি দোয়া করছি; কনিতু আমার দোয়া কবুল হতে দেখনি। তখন সৈ ব্যক্তি উদ্যম হারিয়ৈ ফলে এবং দোয়া ছড়ে দেয়। [সহহি বুখারী (৬৩৪০) ও সহহি মুসলমি (২৭৩৫)]



১০। দৃঢ়তার সাথে দোয়া করা। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদের কটে যেনে অবশ্যই এভাবে না বলে যে, হে আল্লাহ! আপনি যদি চান আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি যদি চান আমাকে দয়া করুন। কনেনা নশিচয় আল্লাহর ওপর জবরদস্তি করার কটে নই [সহিহ বুখারী (৬৩৩৯) ও সহিহ মুসলিম (২৬৭৯)]

১১। অনুনয়-বনিয়, আশা ও ভয় প্রকাশ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা বনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাক” [সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৫] তিনি আরও বলেন: “তারা সংকাজে প্রতিযোগিতা করত, আর তারা আমাদেরকে ডাকত আগ্রহ ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমাদের নিকট ভীত-অবনত।” [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৯০] তিনি আরও বলেন: “আর আপনি আপনার রবকে নজি মনে স্মরণ করুন সবনিয়ে, ভীতচিত্তে ও অনুচ্চস্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ২০৫]

১২। তনিবার করে দোয়া করা। সহিহ বুখারী (২৪০) ও সহিহ মুসলিম (১৭৯৪) আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন: “একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহর কাছে নামায আদায় করছিলেন। সখোন আবু জহেলে ও তার সঙ্গীরা বসা ছিল। গতদনি উট জবাই করা হয়েছিল। এমন সময় আবু জহেলে বলে উঠল, ‘তোমাদের মধ্যে কবে অমুক গোটর উটনীর নাড়ীভুঁড়ি এনে মুহাম্মদ যখন সজিদা করবে তখন তার পিঠের উপর রাখতে পারবে?’ তখন কওমের সবচেয়ে নকিষ্ট লোকটি দ্রুত গিয়ে উটনীর নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে এল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সজিদায় গেলেন তখন এগুলো তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দিল। বর্ণনাকারী বলেন: তারা নজিরো হাসতে থাকল; হাসতে হাসতে একে অন্যের ওপর হলে পড়ল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। হায়! আমার যদি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকত তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিঠ থেকে এগুলো ফলে দিতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সজিদায় পড়ে থাকলেন; মাথা উঠালেন না। এক পর্যায়ে এক লোক গিয়ে ফাতমি (রাঃ) কে খবর দিল। খবর শুনতে তিনি ছুটে এলেন। সে সময় ফাতমো (রাঃ) ছিলেন ছোট বালিকা। তিনি এসে উটের নাড়ীভুঁড়ি তাঁর পিঠ থেকে ফলে দিলেন। এরপর লোকদের দিকে মুখ করে তাদেরকে গালমন্দ করলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর নামায শেষ করলেন তখন তিনি কণ্ঠস্বর উঁচু করলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করলেন। - তিনি যখন দোয়া করতেন তখন তনিবার করতেন এবং যখন প্রার্থনা করতেন তখন তনিবার করতেন- এরপর বললেন: ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরাইশকে ধ্বংস করুন। এভাবে তনিবার বললেন। তারা যখন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পলে তাদের হাস মিলিয়ে গলে এবং তারা তাঁর বদ দোয়াকে ভয় পলে। এরপর তিনি বললেন: ইয়া আল্লাহ! আবু জহেলে ইবনে হশাম, ‘উতবা ইবনে রাবী’আ, শায়বা ইবনে রবী’আ, ওয়ালীদ ইবনে ‘উকবা, উমাইয়্যা ইবনে খালাফ ও ‘উকবা ইবনে আবু মু’আইতকে ধ্বংস করুন। (রাবী বলেন, তিনি সপ্তম ব্যক্তির নামও বলছিলেন কিন্তু আমি স্মরণ রাখতে পারিনি।) সেই সত্যের কসম! যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের নাম উচ্চারণ করছিলেন, আমি বদর যুদ্ধের দনি তাদেরকে নহিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। পরবর্তীতে তাদেরকে টেনেহেঁচড়ে বদরের কূপের মধ্যে ফলে দোয়া হয়।”

১৩। ভাল খাবার ও ভাল পোশাক গ্রহণ করা (ভাল হতে হলে হালাল হওয়া জরুরী)। সহিহ মুসলিম (১০১৫) আবু হুরায়রা (রাঃ)

থেকে বর্ণনা হয়েছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “হে লোকসকল! নশ্চয় আল্লাহ ভাল। তিনি ভাল নয় এমন কিছু গ্রহণ করেন না। তিনি রাসূলদেরকে যে নরিদশে দিয়েছেন একই নরিদশে মুমনিদের প্রতীতি জারী করছেন। তিনি বলেন: “হে রাসূলগণ! আপনারা ভাল খাবার গ্রহণ করুন এবং নকে আমল করুন। নশ্চয় আপনারা যা কিছু আমল করেন সে সম্পর্কে আমি সম্মত অবগত”[সূরা মুমিনীন, আয়াত: ৫১] তিনি আরও বলেন: “হে ঈমানদারেরা! তোমাদেরকে যসেব ভাল রজিকি দিয়েছে সেগুলো থেকে খাও।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৭২] এরপর তিনি উল্লেখ করেন যে, জনকৈ ব্যক্তি লম্বা সফর করে উস্কখুস্ক চুল নিয়ে ধূলমিলনি অবস্থায় দুই হাত আকাশের দিকে তুলে দোয়া করে: ইয়া রব্ব, ইয়া রব্ব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, সে পরপুষ্ট হয়েছে হারাম খেয়ে তাহলে তার দোয়া কভাবে কবুল হবে?” ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: “হালাল খাওয়া, হালাল পান করা, হালাল পরধান করা ও হালাল খেয়ে পরপুষ্ট হওয়া দোয়া কবুল হওয়ার আবশ্যিকীয় শর্ত।”[সমাপ্ত]

১৪। গোপনে দোয়া করা, শব্দ না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা বনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাক”[সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৫] আল্লাহ তাআলা যাকারিয়া (আলাইহি সালাম) এর প্রশংসা করে বলেন: “যখন তিনি তার রবকে ডেকেছিলেন নভিতে”[সূরা মারিয়াম, আয়াত: ০৩]

ইতিপূর্ববে দোয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। দোয়াকারীর দোয়া কবুল হওয়ার কারণসমূহ, দোয়ার আদবসমূহ, যসেব সময় ও স্থান ফযলিতপূর্ণ ও দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ, দোয়াকারীর অবস্থা, দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে প্রতিনিধকতাসমূহ ও দোয়া কবুলের প্রকারসমূহ ইত্যাদি 5113 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।